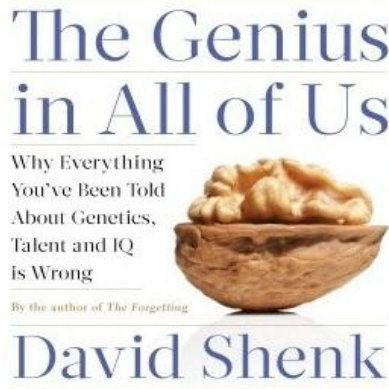


জিনিয়াস হওয়ার যোগ্যতা সবার আছে

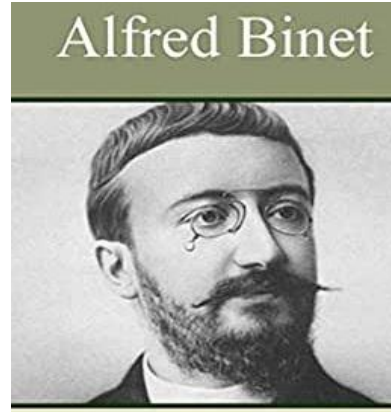
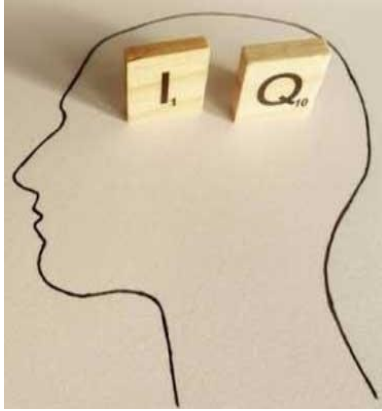
আচ্ছা, আমার পক্ষে কী সম্ভব রেদওয়ানের মতো হওয়া? রেদওয়ান হলো রেদওয়ান শুভ, সারা জীবন ফাস্ট হয়েছে, অনার্স পাশ করতে না করতে মাসে অনেক টাকা বেতনের চাকরির প্রস্তাব পেয়েছে। এখন, আমাকে যদি দিনরাত শুনতে হয়- অমুকে ফাস্ট হয়, অমুকে এটা করে, ওটা করে –আমি কি রাতরাতি পালেট গিয়ে ফাস্ট হতে পারব? আর তাহলে তো আমিও বলতে পারি রেদওয়ান কেন আমার মত গিটার বাজায় না? খালি পরীক্ষায় ফাস্ট হলেই মেধা? যদি তাই হয় তো আমি পারব না এমন মেধাবী হতে।

অবশ্য এইখানে আমার একটা ভুল হলো। ‘পারব না’ বলাটা ঠিক হয় নি, বলা উচিত ছিল ‘চাই না’। কারণ চাইলে সবাই পারে ‘জিনিস’ থেকে ‘জিনিয়াস’ হতে। কারণ মেধা যে জন্মগত – প্রচলিত এই বিশ্বাসকে রীতিমতো গবেষণাগারে ভেঙেচুরে দেখা গেছে ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। বরং এতদিন ধরে যে ভাবা হতো ছবি আঁকা বা গান গাওয়ার মতো শিল্প প্রতিভা অথবা প্রখর স্মৃতিশক্তি কেবল জন্মসূত্রেই পাওয়া যায় সেটাও ঠিক নয়। হ্যাঁ, জিনগত কারণে অনেকেই এটা ‘এমনিতেই’ পেয়ে যায়; কিন্তু চর্চা আর অনুশীলনের মাধ্যমেও একই ফল লাভ সম্ভব। তার মানে এই নয় যে কেউ চাইলেই রোনালদো হতে পারে- সেটা পৃথিবীতে একজনই। কিন্তু রোনালদো আজকের ‘রোনালদো’ হয়েছে কারণ এমনটা সে হতে চেয়েছিল বলেই, যদি না চাইতো তাহলে সে হতে পারতো ব্যবসায়ী বা কলেজ শিক্ষক। অর্থাৎ মূল ব্যাপারটা হলো যেদিকে ঝাঁক আছে পরিশ্রমের মাধ্যমে সেক্ষেত্রেই দক্ষ হওয়া সম্ভব; এজন্য ‘আমার মেধা নেই’ – এমন দোহাই দিলে চলবে না।



এসব চমৎকার তথ্য নিয়ে একটা বই লিখেছেন ডেভিড শেন্ক। বইয়ের নামটাও দারুণ ‘**The Genius in All of Us**’। এতে তিনি বলছেন যে, অসাধারণ হওয়ার সবরকম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা অধিকাংশই খুব সাদামাটা একটা জীবন কাটিয়ে দিই। তিনি বলছেন, আমরা কেউ ভালো করি, কেউ খারাপ করি, এটা আমাদের জিনে লেখা আছে বলে হয় না, আসলে আমাদের সবার জিনেই অনেক কিছুই আছে, এখন দরকার ওই জিনটাকে কার্যকর করে তোলা। সেটা হয় পরিবেশ, ক্রমাগত চেষ্টা, খাদ্য, হরমোন, মানসিক ও শারীরিক অনুশীলন আর অন্য জিনের ভূমিকার

ওপরে। তিনি এন্ডারস এরিকসন নামের একজন মনোবিজ্ঞানীর একটা পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর বইয়ে। এই মনোবিদ একজন তরুণকে বেছে নিয়েছেন, যিনি সাত অঙ্কের বেশি সংখ্যা মনে রাখতে পারেন না। কিন্তু ক্রমাগত অনুশীলন করে তীব্র মনোসংযোগ করে, শেষমেশ দেখা গেছে, ওই তরুণ আশি অঙ্কের বিশাল সংখ্যাও মনে রাখতে পারেন। তার মানে, এই যে বিশাল কোনো অঙ্ক মনে রাখার প্রতিভা, এটা ওই তরুণের ভেতরে ছিলই। পরিবেশের কারণে, চেষ্টাহীনতার কারণে তিনি তাঁর বিকাশ ঘটাতে পারেননি। ডেভিড শেঙ্ক বলছেন, যে কেউ জিনিয়াস হতে পারে, সে যদি তীব্রভাবে সেটা চায়, সেটা পাওয়ার জন্য প্রচণ্ড অনুশীলন করে। বেটোভেন তাঁর একটা পঙক্তি রচনা করার জন্য ৬০-৭০ বার পর্যন্ত লিখেছেন, টেড উইলিয়ামস নামের আমেরিকার কিংবদন্তি বেসবল খেলোয়াড় প্রতিদিন এত অনুশীলন করতেন যে তাঁর আঙুল ফেটে রক্ত বেরোতে থাকত। আমরা জানি অনুশীলন, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, মনোসংযোগ ভেতরের জিনটাকে সক্রিয় করে তোলে। এই জিন আমাদের সবার ভেতরেই আছে, আমরা সেই শ্রম স্বীকার করি না। এক্ষেত্রে আরেকটা মজার ঘটনা হলো IQ Test নিয়ে।



আলফ্রেড বিনেট

আলফ্রেড বিনেট, যিনি সর্বপ্রথম IQ বা বুদ্ধিমত্তা পরিমাপের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন যে বুদ্ধিমত্তা কখনই 'নির্দিষ্ট' নয়। কিন্তু একে তখনই প্রমাণ করা যায় নি।



রবার্ট স্টার্নবার্গ

অবশেষে প্রায় ১০০ বছর পর আমেরিকার রবার্ট স্টার্নবার্গ ২০০৫-এ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করলেন যে বিনেট-ই ঠিক; আসলেই বুদ্ধিমত্তা 'পূর্বনির্ধারিত' নয়। বরং তা পরিবর্তিত হতে পারে চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমে। বুদ্ধি হল নতুন সমস্যা ও অবস্থার সাথে সংগতি বিধানের সাধারণ মানসিক শক্তি।

তাহলে মেধার উপর কি জিন-এর কোনো প্রভাব নেই? না, তা নয়। কিন্তু কয়েক শতাব্দি ধরে যে ভাবা হচ্ছে জিনগুলো কেবল একই ধারায় কাজ করে চলে- সাম্প্রতিককালে সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে এগুলোও পরিবর্তিত হয় সময়ের সাথে, নতুন করে 'প্রোগ্রাম' করা যায় এদের, এবং তখন সেভাবেই কাজ করে চলে এরা। এজন্য প্রয়োজন মনটাকে বোঝানো 'আমি কী চাই'। যদি বোঝান যে আর দশজনের মত মামুলি সাধারণ একটা জীবনই আমার নিয়তি- দেখবেন আপনি তা-ই হবেন। আবার যদি মনটা বুঝে যে - আমিও পারি অসাধারণ একজন হতে, আমাকেও হতে হবে কালজয়ী অনন্য মানুষ - দেখবেন প্রত্যেক দিন একটু একটু করে আপনি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন, পরিণত হবেন এক আলোকিত নতুন 'আমি'-তে।

এসাইনমেন্টঃ

১। শাফিন ভাবে তার মেধা কম। তাই সে পড়ালেখা চর্চা বা অনুশীলন করে না। অন্যদিকে তার সহপাঠী সুমন চর্চার মাধ্যমে ভালো ফলাফল করে। সুমন শাফিনকে বোঝায় চর্চার মাধ্যমে যে কেউ মেধাবী হয়ে উঠতে পারে। এজন্য জন্মসূত্রে প্রতিভাবান হওয়ার প্রয়োজন নাই।

প্রশ্নঃ শাফিন কীভাবে চর্চার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিভাবান হিসেবে গড়ে তুলতে পারে ব্যাখ্যা কর।

২। যে কেউ জিনিয়াস হতে পারে, সে যদি তীব্রভাবে সেটা চায়, সেটা পাওয়ার জন্য প্রচণ্ড অনুশীলন করে। পৃথিবীতে যে কেউ আলোকিত মানুষ, কালজয়ী অনন্য মানুষ হতে নিজের মেধাকে ব্যবহার করে।

প্রশ্নঃ পৃথিবীতে আলোকিত মানুষ, কালজয়ী অনন্য মানুষ হওয়ার জন্য তুমি তোমার মেধাকে কীভাবে কাজে লাগাবে পয়েন্ট আকারে ব্যাখ্যা কর।

***** এসাইনমেন্ট আগামী ২২-১০-২০২০ বৃহস্পতিবারের মধ্যে samia.cosmo20@gmail.com ঠিকানায় মেইল করবে*****যারা পূর্বের এসাইনমেন্ট জমা দাও নি, একসাথে জমা দিবে***

কোর্স শিক্ষক

সামিয়া ফেরদৌস